কবন্ধ - প্রহর

তপতী বাগচী

সব কিছু বড্ড সাদা এখানে। এত সাদা কেন? এই যে এই টেব্‌ল কভার, রিভলভিং চেয়ারের তোয়ালে, ঘরের পর্দা, দেয়াল, সিলিং ফ্যান এমনকি টেলিফোনও! এই বেড, আপনার গায়ের জামাটা, ফ্লাওয়ার ভাসের গ্ল্যাডিওলাগুলো। আমি এরকম এত সাদা সহ্য করতে পারিনা ডক্টর! এই রকম আমাকে একটু একটু করে অন্য রকম করে ফেলে। দেখুন না আমার মাথার ভেতর সেই তীব্র ঝিঁঝিঁর আওয়াজ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চোখ অন্ধ কার তীক্ষ্ম উজ্জ্বল সাদায় ঢেকে যাচ্ছে আমার চোখের সামনেটা। বিশাল সাদা গম্বুজঘর। হ্যাঁ, সাদা ড্রেস, সাদা অ্যাপ্রণ-পরা ওরা কারা? হাতের কনুই অব্দি সাদা গ্লাভ্‌স, চিনিনা কাউকে। কিছুতেই ওদের মুখ দেখতে পাই না। প্রতিবারে চাপা দিয়ে দেয় আমার মুখের ওপর। আমি ক্রমশ ডুবে যাই। ডুবে যেতে থাকি তুমুল আচ্ছন্নতায়। চোখের ওপর বয়ে যেতে থাকে ঘন হিমবাহের মত সাদা। সব শব্দ ছাপিয়ে কানের ভেতর তীব্র বেজে যায় ঝিঁঝিঁর আওয়াজ। আমি তাকিয়ে আছি অথচ কিছু দেখছি না, কান সজাগ কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তারপর যা হয়, আমার হাত বেঁকে যাচ্ছে, পা বেঁকে যাচ্চে। পড়ে যেতে যেতে দূর থেকে খুব মৃদু শুনতেই পাই শুইয়ে দাও, তাড়াতাড়ি শুইয়ে দায়। তারপর কি যেন... মনে নেই। অনেকক্ষণ কিছু মনে থাকে না। একটা কুয়াশাচ্ছন্ন পিছল সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে যেতে থাকি। অবশেষে ঢুকে যাই সেই স্বপ্নে। কেন বলুন তো? এই স্বপ্ন দেখলাম এক রাতে? তারপর থেকে জানেন ডক্টর আমি একটা দুমাথাওলা মানুষ। কেন এরকম হলো? আমি তো ভূতে - ভগবানে বিশ্বাসী খুব সাধারণ আটপৌরে একজন মহিলা। হ্যাঁ। আমার ছেলেটা এবারে হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। ভাবুন তো, এর ভেতর আমি যখন তখন দুখানা হয়ে যাচ্ছি! জানেন। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, সেদিন স্নানে গিয়ে নিজের গায়েই সাবানের ফেনা দেখে চোখের ওপর নেমে এল সেই ঘেরাটোপ! আপনি তো মনের চিকিৎসা করেন, বলুন না এ স্বপ্নের মানে কি? আচ্ছা, সত্যি সত্যি স্বপ্নের কোনো মানে আছে? স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়?

তবে একটা কথা কিন্তু সত্যি ডক্টর, আমি যখন সেই সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে অনেক সময় ধরে নেমে যেতে থাকি আর তারপর হাড়ের মত সাদা জগৎটায় ঢুকে পড়ি, আমার কিন্তু কখনো মনে হয়না, সেটা অবাস্তব। আর তখন মনের ভেতর সবসময় একটা অজানা আনন্দের মতো, শান্তির মতো কিছু কুলকুল করে বইতে থাকে।

সেই পরিবেশ ছাড়া আর কোনো কিছু তখন চারপাশে থাকে না তো।! এই এখন যেমন দুটো অবস্থার কথাই আলাদা করে বুঝতে পারছি। ছাড়া ছাড়া হলেও বলতে পারছি, তখন শুধু আমি ওটাকে জানি। ওর ভেতরেই থাকি। আর অন্য কোনো কিছু, মানে, আমার ঘর-বাড়ী আমার ছেলে, স্বামী কারুর কথা মনে পড়ে না। মনেই হয় না ওদের কোনো অস্তিত্ব আছে আমার জীবনে।

এছাড়া একটা অদ্ভুত ব্যাপারও আছে, জানিনা ঠিক বোঝাতে পারব কিনা, সেটা হচ্ছে, আপনি দেখছেন হয়তো আমি দু-এক মিনিট ধরে স্থির হয়ে পড়ে আছি। কোনো সাড়া নেই। আইবল ফিক্সড্ হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু আমি ততক্ষণে আমার সেই সেখানে অনেক অনেক সময় ধরে ঘুরে এলাম। কত ঘটনা...কত দৃশ্য! জানিনা, দু-এক মিনিটে এত সব কি করে ঘটে। যখন সাড় ফিরে আসে সবাইকে বলি, কেউ বিশ্বাস করে না, অবাক হয়, হাসে। বিকাশ, মানে আমার স্বামী ঠাট্টা করে বলে— তুমি তো 'জাগ্রত দেবকন্যা,' 'জ্যোতিষ জননী' প্রজ্ঞাপারমিতা, এঁদের মতো অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে, তোমার বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন ঘটছে। আচ্ছা ডক্টর, সময়ের এরকম ইলাস্‌টিসিটি কি সত্যি সত্যি নেই?

আমার বড্ড ভয় হয় জানেন তো, হয়তো এরকম হতে হতে কোনো একটা দিন এমন হবে যে আমি আমার এ জগৎটা পেরিয়ে ওখানে ঢুকে গেলাম, আর ফিরতে পারলাম না। অসলে আমার এই অদ্ভুত অবস্থার কথা আমি তো খুব ভাবি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এই স্বপ্ন সময় আমার ভাবনাচেতনার সমান্তরালে চলতে চলতে কখন যে সেসব ছাড়িয়ে আরো আরো অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে থাকে। তেমন হলে, দুদিকই ছাপিয়ে গেলে আমার কি হবে? এই যে আমার ঘর -সংসার, এতদিনের গুছিয়ে তোলা সব, আমার ছেলে, আমার স্বামী, সব তো এলোমেলো হয়ে যাবে!

অবশ্য একটা কথা ঠিক যে তখন তো এই দুদিকের মাঝামাঝি টানাপোড়েন আর থাকবে না। তাই হয়তো তেমন কষ্ট হবে না আর। তখন আমাকে নিয়ে যা যন্ত্রণা সেটা ওদের। আসলে কি, বারবার যেতে যেতে, দেখতে দেখতে বোধহয় এমনটাও হয়, ঐ একটু একটু মায়া জাগে আর কি। জানেন তো, যেদিন সকাল থেকে এল না ঐ ঝোঁকটা, সেদিন কেমন যেন অপেক্ষা হয় ভেতর থেকে। কাজকর্ম করছি আর থেকে থেকে আনমনা হয়ে যাচ্ছি— দেখলাম না তো ছোট্ট মেয়েটাকে। ও বুঝি আমার জন্য ছটফট করছে, কাঁদছে। না, না, কখনো দেখিনি কাঁদতে, শুনিওনি। দেখার অবশ্য উপায় নেই। ওদের মুখগুলো তো দেখতেই পাই না। কেমন সাদাটে কুয়াশায় ঢাকা থাকে। আমার এক একসময় ভয় হয়, ওদের মাথাগুলো ঠিকঠাক আছে তো ঠিক জায়গায়? না কি ওরা...না না তা কি করে হবে! সেটা বড্ড ভয়ংকর? ভাবা যায় না যে!

কি বলছে ডক্টর, অসুখ-বিসুখ? না তেমন কোনো কঠিন অসুখ আমার কখনো হয়নি। তবে হ্যাঁ, দুটো মেজর অপারশেন হয়েছিল। আমার কেস হিস্ট্রিতে আছে তো কাগজ পত্রগুলো। প্রথমবার ছেলেটা হতে গিয়ে। আর বছর

চারেক আগে আরেকটা। প্রেগন্যান্সি হয়েছিল। কি সব সন্দেহ করে আল্ট্রাসোনোগ্রাফী হলো। তারপর ফ্লুইড সেস্টও হয়েছিল। সেসব রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে বিকাশের অনেক আলোচনা হল। বাচ্চাটার নাকি জন্মগত একটা দোষ হয়েছিল। জন্মালে সারা জীবন কষ্ট পেত। অ্যাবর্ট করাতে হল। সে সময় স্টেরিলাইজেশনও হয়ে গিছেছে। তা সেসব তো চুকে বুকে গিয়েছে অনেকদিন। তারপরে মোটামুটি ঠিকই আছি। আর কোনো অসুবিধা নেই।

আচ্ছা ডক্টর, এখানে আপনার কাছে মানুষ তো কতরকম সমস্যা নিয়ে আসে, আমার মতো এরকম আর কারো হয়? হতেই পারে? যাক তাহলে আমার একার নয়। আসলে সবাই বলে দিন দিন আমি নাকি অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছি। আমি কি তবে পাগল হয়ে যাচ্ছি ডক্টর, এটা কি কোন মাথার অসুখ? না না কাঁদছি না আমি, এক্সইটেডও হচ্ছি না, কিন্তু দেখুন যন্ত্রণা তো একটা হয়ই। সবাই কেমন অদ্ভুত চোখে তাকায় জানেন? আমাকে দেখতে আসে, এসে এটা ওটা প্রশ্ন করে খোঁচাখুঁচি করে যেন আমি চিড়িয়াখানার জন্তু একটা। আমার কাজের বৌ, শান্তির বক্তব্য আমাকে জিনপরীতে ধরেছে। ওদের গ্রামের এক সাংঘাতিক বিখ্যাত ওঝাকে নিয়ে এলে নাকি এসব এক বেলাতেই উবে যাবে। এসব দেখেশুনে আমার ছেলেটা পর্যন্ত আমার থেকে দূরে দূরে থাকে। আমি জানি ওরা, আমার বাড়ির লোকেরা আমাকে নিয়ে খুব বিব্রত। কিন্তু আমি কি করব বলুনতো? আমার তো এতে কোনো হাত নেই! বলছেন এটা কোন অসুখ নয়? তবে? কেন আমি এরকম সময় নেই অসময় নেই স্বপ্নের ভেতর বারবার ঢুকে পড়ি?... কি? স্বপ্ন নয়! আচ্ছা! অদ্ভুত তো! চোখের ওপর ওরকম পরপর ঘটে যাচ্ছে আর আমি নেশাচ্ছন্নের মতো...ওটা আমার নিজের বানানো কল্পজগৎ! কোন বিকল্প বেঁচে থাকার দ্বিতীয় পৃথিবী খুঁজে নেবার বিমূর্ত ইচ্ছে থেকে ঘটে যাচ্ছে আমার এই মানসভ্রমণ? এসব কি বলছেন ডক্টর? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার তো কোন ট্রমা ছিল না, কোন যন্ত্রণা ছিল না। আমার ছোট্ট সংসার নিয়ে আমি দিব্যি ছিলাম। কোথা থেকে যে এ স্বপ্নটা এল...ও, স্বপ্নটা শুনলে তবে সেসব বোঝা যাবে? হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। কিন্তু আমি কি খুব স্পষ্ট করে বলতে পারব? আমার নিজেরই কেমন ধাঁধা লেগে যায়। মাঝে মাঝে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। মাঝের সুতোগুলো কোথায় যে হারিয়ে যায়!

ঠিক আছে আমি চেষ্টা করছি বলতে, খুব যে ঠিকঠাক বলতে পারব তা মনে হয় না— আসলে ওগুলো তো ছবির মতো চোখের ওপর দিয়ে চলে যেতে থাকে, আর ছবির বাইরেও খানিকটা থাকে শুধু মনে হওয়া, একধরনের ফীলিংস। ভাষায় বুঝিয়ে বলা একটু মুশকিল। হয়তো বলতে বলতে ওর সঙ্গে আমার এখনকার ভাবনাচিন্তাও অজান্তে মিশে টিশে যাবে। ও তাতে কোন অসুবিধা নেই বলছেন? আপনি বুঝে নেবেন? আচ্ছা তবে বলি, সেই যে তখন আপনাকে বললাম, সাদা ড্রেস পরা কয়েকজন মহিলা, অধিকাংশ সময় ওখান থেকেই শুরু হয়। ওদের সাদা সাজগুলো সরিয়ে দিয়ে আমি হঠাৎ উঠে বসি, নেমে পড়ি সাদা বিছানা থেকে আর আমার পা তখন সম্পূর্ণ মাটি ছোঁয় না। যে ভারহীন হাল্কা শরীরটা, ডিঙি মেরে মেরে চলে যেতে থাকি। যেতে যেতে একটা বিরাট বাগান— অনেক গাছ অনেক জল। প্রচুর প্রজাপতি হেঁটে বেড়াচ্ছে। তাদের ডানায় বরফের গুড়ো লেগে আছে। প্রজাপতিগুলো কিন্তু উড়ছে না, হাঁটছে। উল্টে আমিই যেন একটু উড়ে উড়ে চলছি। বরফের স্থির ফুল ফুটে আছে চারদিকে। জল থেকে উঠে আসছে সাদা শামুক ঝিনুক। আমি ওগুলোকে ফের জলের দিকেই ঠেলে দিচ্ছি। কোথাও মিষ্টি বাজনার মতো সুর বাজছে। আমার অবস্থা তখন ঘুম আর জেগে থাকার মাঝামাঝি। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় দেখি বেশ বড় একটা গাছ। তার তলায় সাদা পাথরের বেদী সুরঞ্জন বসে আছে। সুরঞ্জন কে? হ্যাঁ, সুরঞ্জন কে আপনি চেনেন না। আমার বাড়ির কেউই চেনে না, ওরা জানে না সুরঞ্জন বলে কেউ আছে আমার। আমরা আসলে বন্ধু ছিলাম। এক পাড়াতেই বড় হয়েছি। তারপর ওরা চলে গেল দুর্গাপুর। কাউকে বলবেন না প্লীজ! আসলে আপনি ডাক্তার বলেই বলছি। ডাক্তারকে তো সব বলতে হয় তাই। কেউ জানেনা...সুরঞ্জন আমার প্রথম প্রেম। কিশোরী বেলার প্রথম ভালোবাসা। জানেনই তো প্রথম প্রেম কেমন পাগল হয়, দারুণ সেনসিটিভ আর লাজুকও। আমি ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি ওকে। হ্যাঁ এখনো।

সুরঞ্জন? না না ওতো জানেই না কিছু। কোনদিন ওকে বলতেই পারলাম না। ও এখন কোথায় আছে? না ঠিক জানিনা, শুনেছিলাম বিদেশে কোথাও গিয়েছে। এখন কোথায়...আসলে যোগাযোগ নেই তো, আর সেভাবে যোগাযোগ হয়নি কোনোদিন। ওকে কেন জানাইনি আমার কথা? কি করে জানাই বলুন? ও আমি কিছুতেই বলতে পারতাম মা। সুরঞ্জন খুব সুন্দর আর ম্যানলিও। যেমন পড়াশোনায় তেমনই তুখোড় ক্রিকেট খেলত। সেখানে আমি তো একটা এলেবেলে সাধারণ চেহারার। তাছাড়া এমন কিছু কোয়ালিটিজ ও আমার নেই। ছিল না কোনদিনও। না, ও কোনদিন চায়নি আমাকে। ওর আমাকে ভালো লাগেনি হয়তো? বিকাশ? না না ও এসবের কিছুই জানে না। এসব ওকে বলা যায় নাকি? প্লীজ আপনি বলবেন না। ও আমাকে...হ্যাঁ, ভালোইতো বাসে। ও খুব রেস্পন্সিবল্ স্বামী, ভালো বাবা। ওর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ স্বপ্নটা...খুব ইন্টারেস্টিং তাই না! দেখুন আপনারও কেমন শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। তো, সেই সাদা প্রজাপতি ঘুরে বেড়ানো বাগানের এক কোণে সুরঞ্জন বসে আছে। ওর মুখ কুয়াশায় ঢাকা কিনা জিজ্ঞেস করেছেন? হ্যাঁ বললাম না কারোর মুখ দেখা যায় না। তাতে কি? আমি সুরঞ্জনকে চিনব না? সুরঞ্জনের বেলায় ওটা কোনো ম্যাটার করে না। তো সেই গাছের তলায় ও বসে আছে। ওর দুহাতের ওপর শোয়ানো একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে। সাদা চাদরে পুরো শরীর ঢাকা, মাথাটাও। আশ্চর্য! মাথার দিকে ছোট্ট চুলে ঝুলছে খুব সুন্দর ফ্রিল দেয়া রিবন! আমি যেতেই সুরঞ্জন খুশি হয়ে ওঠে। বলে— আয়, তোর জন্যই বসে আছি। কত কাজ এখন। তুই এত দেরী করে এলি? মেয়েটা খুব ছটফট্ করছে। আমার কখন যেন মনে হতে থাকে সুরঞ্জনের কোলে যে সে তো আমার। আমাদের মেয়ে। মানে আমার আর

সুরঞ্জনের। অথচ আমার কি কোন মেয়ে আছে ডক্টর? নেই তো! কখনো ছিল না হয়নি। স্বপ্নে থাকে। যে সুরঞ্জনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়নি, তার আর আমার মেয়ে! তা, ওর কোলের ওপর চাদর ঢাকা মেয়েটা আমি এসেছি বুঝতে পেরে কেমন চুলবুলে হয়ে ওঠে। যেন খুশিতে দুলছে। আমি বলি—ও ওরকম করছে কেন সুরঞ্জন? ও অত ছটফট করছে কেন? ওরকম করতে হয় না যে এখন? ওকে এখন ঠান্ডা আর চুপ হয়ে থাকতে হয়। সুরঞ্জন ওর চাদর ঢাকা কপালে চুমু খেয়ে বলে, চিন্তা করিস না সব ঠিক হয়ে যাবে, মাটিতে শুইয়ে দিলেই দেখবি সব কেমন শান্ত হয়ে যায়।

দেখুন ডক্টর এই যে এখন সেই স্বপ্নের বাইরে আছি বলে মনে প্রশ্ন আসছে, আচ্ছা আমার ঐ ছোট্ট মেয়ে সে চাদর ঢাকা কেন? কোন খুশীতে ও এত অস্থির হয়ে ওঠে আর কেন ওকে মাটিতে শুইয়ে দিতে হবে, কিছুই বুঝি না। কিন্তু স্বপ্নের ভেতর যেন বলি— হ্যাঁ মাটিতেই তো, মাটিতে শুইয়ে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি। নে, চল। সুরঞ্জনের হাত থেকে মেয়েকে নিই। ওভাবেই চাদর চাপা অবস্থাতেই। আর ভীষণ বুকের কাছে টেনে নিই। দোল দিই। গুনগুন করে গান করি। ওর কপালে চুমো দিই। হ্যাঁ চাদর না সরিয়ে একে খুব মিষ্টি একটা নামে ডাকি— কি নাম? নাঃ মনে পড়ে না, ভুলে গিয়েছি। কি বলছেন? আমার ছেলের নাম?... আচ্ছা আপনি কি বলুন তো? এভাবে ইন্টারাপ্ট করলেন কিছু বলা যায়? আমার কনেসেন্ট্রেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে— বলার ফ্লো থাকছে না—পুরোটা হয়তো বলতেই পারব না— এমনিতেই তখন থেকে মাথাটা কেমন করছে...না না রেগে যাচ্ছি না। আচ্ছা, আপনি আর প্রশ্ন করবেন না? প্রশ্নগুলো নোট করে রাখছেন? হুঁওা সেটা বরঞ্চ ভালো। ঠিক আছে তাহলে বলি? ছেলের নাম জানতে চাইলেন তো? ছেলের নাম...ও হ্যাঁ, ছেলের নামতো বিজিত। আর ডাক নাম টুটুল। ও, তাইতো, মনে পড়েছে আমি হয়তো মেয়েটাকে স্বপ্নে কখনো পুতুল, পুতুসোনা পুতলি এসব বলে আদর করি...

তারপর? তারপর আমি আর সুরঞ্জন ওকে নিয়ে বাগানের অন্যদিকে যেতে থাকি। আর আমাদের পেছনে হেঁটে আসতে থাকে সাদা প্রজাপতিগুলো, শামুক, ঝিনুক ওরাও। বেশ একটা শোভাযাত্রার মতই। তার পরে তো সেই দৃশ্য! জানি না এরকম কেন হয়। যদি বুঝতে পারতাম! মেয়েকে নিয়ে চলে যাই যেখানে সারি সারি অগুন্তি সব ছোট ছোট কফিনবক্স রাখা। কোথাও একটা মৃদু ঘন্টা বেজে যায় এক নাগাড়ে। আমরা প্রথম কফিনের পাশে গিয়ে বসতেই কফিনের ডালা নিজে নিজে খুলে যায় আর কোলের মেয়েটা ছট্‌ফট্ করে ওঠে। যেন লাফ দিয়ে নেমে যাবে। আমরা ওকে আলতো করে শুইয়ে দিই কফিনে।

কি আশ্চর্য দেখুন। ঐ জীবন্ত মেয়েকে কফিনে শুইয়ে দিতেই আমার তখন কোনো কষ্টই হয় না। জানেন? উল্টে মনে হয় বেশ বড় একটা কাজ হল। কি বলছেন, মেয়েটা জীবন্ত নয়? পাগল! জীবন্ত না হলে ওরকম ছট্‌ফট্ করবে কেন? আর আমি তো ওকে ওই দুহাতে অনেকবার নিই। মানে বার বার যখনই দেখি স্বপ্নটা। কি নরম উষ্ণ ওর শরীর! ঘোর ভেঙে যাবার পরেও আমার গায়ে ওর ওম লেগে থাকে। হয়তো বা ওর গায়েও আমার শরীরের ওম থেকে যায় এভাবেই তাইনা ডক্টর!

তারপর তো আমি আর সুরঞ্জন মুঠো মুঠো মাটি ছড়িয়ে দিতে থাকি কফিনের ওপর আর ওটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মাটির অতলে চলে যেতে থাতে। তখনই জানেন তো একটা ঝড় উঠে আসে চারদিক থেকে। বরফ ঝড়, ব্লিজার্ড! সেই মৃদু ঘন্টা ধ্বনি কেমন পাগলা - ঘন্টির মতো বাজতে থাকে। সুরঞ্জন কোথায় ছিটকে যায় —আমি ভীষণ একা হয়ে যাই। কতগুলো কড়ির মতো সাদা হাত এগিয়ে আসে আমার দিকে— তারপর ওদের দেখতে পাই। ওই ঘন সাদা কুয়াশার ভেতর সব উলঙ্গ শিশুরা—না শিশু বলা ঠিক হল না বোধ হয়-ওদের কারোর শরীরই পুরো তৈরি হয়নি। ওগুলো সব বিভিন্ন বয়সের ভ্রূণ, অসম্পূর্ণ মানব শরীর...না মানব নয় মানবী শরীর। হ্যাঁ ওদের শরীরে স্ত্রী চিহ্নগুলো বড্ড প্রকট—ওরা সব মেয়ে। ওদের গা বেয়ে চোঁয়াচ্ছে পেছল চটচটে তরল। অর্ধেক অসম্পূর্ণ শরীর নিয়ে ওরা আমার সারা গা খামচাতে থাকে। সমস্ত পোষাক ফালাফালা করে ছিঁড়ে ফেলে, শরীর বেয়ে কিলবিল করে উঠে আসে, আমার চোখ খুবলে নেয়— গলা চিপে ধরে নখ না গজানো আঙুলে। আমাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে থাকে সেই কফিনের দিকে যেখানে একটু আগেই মেয়েকে শুইয়ে দিয়ে এলাম। সেই কফিনের ঢাকনা ফের খুলে যায় অথচ সেখানে কিচ্ছু নেই। ফাঁকা শূন্য একেবারে! শুধু খানিকটা ঐ আঠালো তরল পড়ে আছে। ওরা ওই অদ্ভুত শরীরগুলো আমাকে ঠেলতে থাকে। আমি কেমন করে যেন গাড়িয়ে যাই ওই কফিনের দিকে আর সেই নরম ছায়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে অদ্ভুতভাবে বিন্দুতে বিন্দুতে আমি বদলে যেতে থাকি। আমার হাড় -মাস-ত্বক-ঘিলু-প্রাণ সমস্ত কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। আরো ছোটো হতে থাকি— আমার চারদিকে তখন জল। থকথকে অঠালো দুর্গন্ধপূর্ণ তখন আমার হাত খুলে যায়, পা খুলে যায়, মাথা খুলে যায়...মনে হয় আর কিছু নেই। কোনো বোধ নেই...শুধু একটা বিন্দুর মতো একটুখানি জেগে আছি শান্ত...নিশ্চুপ...উদ্দীপনাহীন...